যুগান্তর

তারিখ 0 2 OCT 2007
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৫

ডিসেম্বরে ভোটার তালিকা

নভেম্বরের মধ্যে রাজধানীর সব স্কুলের পরীক্ষা শেষ করতে হবে

হোসাইন জাকির

আগামী নভেম্বরের মধ্যে রাজধানীর সব স্কুলের বার্ষিক, প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাসহ সব ধরনের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। ডিসেম্বর থেকে রাজধানীতে ভোটার তালিকা প্রণয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের কাজে লাগাতে এ উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ লক্ষ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ভোটার তালিকা নিয়ে নির্বাচন কমিশনে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে এ বিষয়ে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়। শিগগিরই যথাযথ ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠাবে নির্বাচন কমিশন। খবর ইসি সূত্রের। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়,

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

পরীক্ষা : নভেম্বরে

(১ম পৃষ্ঠার পর) । রাজধানীতে ভোটার তালিকা প্রণয়নে প্রতি ৩শ' ভোটারের জন্য ১ জন তথ্য সংগ্রহকারী এবং ৫ জন তথ্য সংগ্রহকারীর জন্য ১ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত অফিস বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষকরাই তথ্য সংগ্রহকারী সুপারভাইজারের দায়িত্ব পালন করবেন। এ নীতিমালার বিষয়ে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রাজধানীতে আনুমানিক ৪০ লাখ ভোটারের হিসাবে শিগগির প্রয়োজনীয় সংখ্যক তথ্য সংগ্রহকারী সুপারভাইজার নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে।

অতীতে দেখা গেছে, স্কুলের বিভিন্ন পরীক্ষা, ভর্তি পরীক্ষাসহ নানা ঝামেলায় ব্যস্ত থাকায় শিক্ষকরা ভোটারের তথ্য সংগ্রহের কাজে সময় দিতে পারেননি। এ কারণে খুব জোরে বা রাতে শিক্ষকদের ভোটারদের ঘরে ঘরে ধরনা দিতে হতো। আবার অনেক শিক্ষক নিজে না গিয়ে ছাত্রদের তথ্য সংগ্রহের কাজে পাঠানোয় নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

ছবিসহ ভোটার তালিকার কাজে রাজধানীকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এলাকা হিসেবে বিবেচনা করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে নভেম্বরের মধ্যে সব পরীক্ষা সম্পন্ন করার প্রস্তুতি নিয়েছে কমিশন। এছাড়া ভোটার তালিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষককে ছবিসহ তালিকার কাজ চলাকালীন সময়ে স্কুলের ভর্তি পরীক্ষাসহ কোন কাজে না জড়ানোরও নির্দেশনা দেয়া হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে।

সূত্র জানায়, ২৭ সেপ্টেম্বর ইসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত রাজধানীর ভোটার তালিকা নিয়ে বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মোঃ শফিউল্লাহ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বলা হয়, স্বাভাবিকভাবে প্রতিবছর মধ্য নভেম্বর থেকে স্কুলের বার্ষিক, প্রাথমিক, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাসহ নানা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবারও তা হলে স্কুলের শিক্ষকদের ভোটার তালিকার কাজে অংশগ্রহণ দুরূহ হয়ে পড়বে। তাছাড়া ভোটারদের ছবি তোলা ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্র স্থাপনও সম্ভব হবে না। এসব বিষয় ছাড়াও কাজ শুরুর আগে তথ্য সংগ্রহকারী সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ, নিবন্ধন ফরম পূরণ, সার্বিক রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরুর জন্য রাজধানীর সব স্কুলের পরীক্ষা এগিয়ে আনার পক্ষে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয় এ বৈঠকে।

সূত্র জানায়, বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন উপলক্ষে যেসব প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয় ভোটার তালিকার রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্র স্থাপনে সেসব প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে কমিশন। রেজিস্ট্রেশন কেন্দ্র চূড়ান্ত করে এসব প্রতিষ্ঠানে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ তথা বিদ্যুৎ সংযোগ ও বৈদ্যুতিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে। ডিসেম্বরে শুরু করে জানুয়ারির মধ্যে রাজধানীর ভোটার তালিকা সম্পন্ন করার টার্গেট রয়েছে কমিশনের।